প্রশ্ন- ১৫ ঃ ইব্নে সামছ মাসিক মদিনা মার্চ সংখ্যা ২০০৩ইং-৪০পৃষ্ঠার ১৫ নম্বরে লিখেছে- "কোন কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করা বিদ্আত"। তার এ দাবী দলিল ভিত্তিক বা সঠিক কিনা?

ফতোয়া ঃ ইব্নে সামছের দাবী সম্পূর্ন মিথ্যা। কবর যিয়ারত করা যেমন সুন্নাত- তেমনিভাবে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাও সুন্নাত। বিদ্আত বললে গুনাহ্ হবে। ইব্নে সামছ বিদ্আত হওয়ার কোন দলিল পেশ করতে পারে নি। তাই তার দাবীটিই বিদ্আতী দাবী। এবার শুনুন- কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার দলীল সমূহ।

১নং দলীলঃ রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মোবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার ফযিলত মেশকাত শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَنِيْ زَائِرًا لَاتَحْمِلُهُ حَاجَةٌ اِلَّا زِيَارَتِيْ كَانَ حَقًّا عَلَيَّ اَنْ اَكُوْنَ لَهُ شَفِيْعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ- رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَدَارُقُطْنِيُّ -

.অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়- বরং একমাত্র আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই সরাসরি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবে, তার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করা আমার দায়িত্ব হয়ে যাবে" (তাব্রানী ও দারেকুত্নী)।

–উক্ত হাদীসে পরিস্কার করে বলা হয়েছে- শুধু হুযুরের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার জন্য। তা যদি বিদ্আত হতো- তাহলে কি তিনি সরাসরি সফর করতে বলতেন ? বুঝা গেল- ইব্নে সামছের মনে কিছু নবী বিদ্বেষ আছে।

২নং দলীল ঃ ফতোয়ায়ে শামী গ্রন্থের মোকদ্দমায় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মাহাত্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লামা শামী (রহঃ) লিখেছেন- "ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)

www.sunnibarta.com

সুদূর ফিলিস্তিন থেকে সফর করে বাগদাদ শরীফে আসতেন এবং ইমাম আবু হানিফার মাযার যিয়ারত করে বরকত হাসিল করতেন। এতে তাঁর মকসুদ সাথে সাথে পূর্ণ হয়ে যেতো"। ইমাম শাফেয়ী বলেন-

اِنِّيْ لَاَتَبَرَّكُ بِاَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَجِيْئُ اِلٰى قَبْرِهٖ فَاِذَا عَرَضَتْ لِيْ حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَسَاَلْتُ اللّٰهَ عِنْدَ قَبْرِهٖ فَتُقْضٰى سَرِيْعًا -

অর্থাৎ- "আমি (ইমাম শাফেয়ী) বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মাযারে আগমন করে থাকি। যখন কোন বিষয়ের সমাধান প্রয়োজন হতো- তখন দু'রাকআত নফল নামায পড়ে তাঁর মাযারে বসে আল্লাহ্‌র নিকট তা চাইতাম। সাথে সাথে আমার মকসুদ পূরন হয়ে যেতো"।

৩নং দলীল ঃ আল বাছায়ের ও গাউসুল ইবাদ গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে- **"হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা মদিনা শরীফ থেকে সফর করে মক্‌কা শরীফে এসে তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আবু বকর (রাঃ)-এর মাযার যিয়ারত করতেন"।** যদি কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বিদ্‌আত হতো- তাহলে হযরত আয়েশা (রাঃ) কখনও সে কাজ করতেন না।

৪নং দলীল ঃ "শিফাউস সিকাম ফী যিয়ারাতে খাইরিল আনাম" গ্রন্থে ইমাম তকিউদ্দীন সুব্‌কী (রহঃ) হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন- **"নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেছাল শরীফের পর হযরত বেলাল (রাঃ) শোকে মদিনা শরীফ ছেড়ে সিরিয়ায় চলে যান এবং জিহাদে শরিক হতে থাকেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তিনি স্বপ্নে দেখেন- রাসুল করিম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করছেন-**

يَا بِلَالُ مَا هٰذَ الْجَفَاءُ ؟

-"হে বেলাল, এত কষ্টদান কেন"? (কেন তুমি মদিনায় আসোনা?)। স্বপ্ন দেখে হযরত বেলাল (রাঃ) বেচইন হয়ে পড়লেন এবং শীঘ্র মদিনা শরীফে এসে সোজা রওযা মোবারকে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং রওযা মোবারকে কপাল

www.sunnibarta.com

ঘষতে লাগলেন-

(فجعل يبكي ويمرغ وجهه على قبره الشريف)।

অর্থঃ "হযরত বেলাল (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন এবং রওযা মোবারকে কপাল ঘষতে লাগলেন"। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া- ইবনে কাছির)-এতেও প্রমানিত হলো- যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা হযরত বেলালের সুন্নাত।

৫নং দলীল ঃ বায়হাকী শরীফে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একখানা হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ-اَلَا فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ-

অর্থাৎ- "আমি প্রথম দিকে (অহী না পাওয়া সাপেক্ষে) তোমাদেরকে কবর সমূহ যিয়ারত করতে বারন করেছিলাম। শুন, এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা, উহা আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়" (বয়েহাকী)।

-উদ্ধৃত হাদীসে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে কবর যিয়ারতের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। দূরের হোক বা কাছের হোক- সকল কবরই এই হুকুমের আওতাধীন। সফর না করলে যিয়ারত কিভাবে সম্ভব হবে? সুতরাং, যিয়ারতের জন্য সফর করাও একই নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত। হজ্ব করতে গেলে সফর করতে হয়। ব্যবসা করতে গেলেও সফর করতে হয়। হজ্ব ও ব্যবসার নির্দেশ দিয়ে যদি সফর করতে নিষেধ করা হয়- তা হলে পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ "জাআল হক্ব" গ্রন্থে একটি নীতিমালা বর্ননা করেছেন। যথা-

(ক) কোন কাজ ফরয হলে তার জন্য সফর করাও ফরয। যেমন- হজ্ব। (খ) কোন কাজ ওয়াজিব হলে তার জন্য সফর করাও ওয়াজিব। যেমন- মানতের হজ্ব। (গ) কোন কাজ সুন্নাত হলে তার জন্য সফর করাও সুন্নাত। যেমন- কবর যিয়ারত। (ঘ) কোন কাজ মোবাহ্ হলে তার জন্য সফর করাও মোবাহ্। যেমন- ব্যবসা। (ঙ) কোন কাজ হারাম হলে তার জন্য সফর করাও হারাম। যেমন- চুরি ও যিনা।

www.sunnibarta.com

উক্ত দলীল ও প্রমাণ সমূহের পর কেউ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে বিদ্‌আত বলে অভিহিত করলে সে-ই বড় বিদ্‌আতী ও বাতিল বলে গন্য হবে।